77

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 05 JUL 1998
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্কুলে শিশুরা যতক্ষণ ক্লাসে থাকে অভিভাবক থাকে স্কুলের বাইরে

রাজধানী ঢাকায় স্কুলগামী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। সকাল হলেই প্রত্যেক অভিভাবকের বড় দুশ্চিন্তা কিভাবে বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাবে? কোনভাবে স্কুলে-কলেজে পাঠানোর পর আরেকটা দুশ্চিন্তা থেকে যায়– আবার কখন কিভাবে সে বাসায় ফিরবে? ঠিকমত বাসায় ফিরবে তো? এসব দুশ্চিন্তার অনেকগুলো কারণ আছে– বাচ্চার হারিয়ে যাওয়ার ভয়, রাস্তায় দুর্ঘটনার ভয়, মেয়ে হলে বখাটে ছেলেদের ভয়, ইদানীং ছেলেধরার ভয় ইত্যাদি। তাই অভিভাবকরা বিশেষ করে মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েকে একা স্কুল-কলেজে পাঠাতে চান না। প্রত্যেক অভিভাবক সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভেবে বাসার কাজের লোককে সাথে দেন। অনেকে স্কুলের ভ্যানগাড়ীর সাহায্য নেন। ইদানীং কাজের লোক বা বুয়াদের উপরও অভিভাবকরা ভরসা করতে পারছেন না। তাই অধিকাংশ অভিভাবক নিজেরাই বাচ্চাদের সাথে নিয়ে স্কুলে যান। আবার স্কুল ছুটির পর বাচ্চাদের নিয়ে বাসায় ফিরেন। অতীতে এমনও অনেক ঘটনা ঘটেছে কাজের লোকের সাথে বাচ্চাকে স্কুলে পাঠানোর পর বাচ্চা আর বাসায় ফিরে আসেনি। কাজের লোকটিও উধাও। তাই বাচ্চাদের সাথে এখন বেশীরভাগ অভিভাবক-অভিভাবিকারা স্কুলে যান। অনেকের পারিবারিক ঝামেলা থাকা সত্ত্বেও সন্তানের মঙ্গলের দিকে চেয়ে স্কুলে যেতে হয়। পারিবারিক যতই ঝামেলা থাকুক, সন্তানের চেয়ে বড় কিছু তো বাবা-মায়ের কাছে হতে পারে না। ইদানীং ঢাকাসহ দেশের অধিকাংশ শহরগুলোতে অধিকাংশ গৃহিণীর দিনের বেশীরভাগ সময় কাটে তাদের নিজ নিজ সন্তানের স্কুলের আঙ্গিনায়। বাচ্চাকে শ্রেণীকক্ষে বসিয়ে অভিভাবকরা বাইরে স্কুলের মাঠে, গাছতলায়, গেটের নিকটে রাস্তায় জড়ো হয়ে অথবা প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন স্কুল ছুটি হওয়া পর্যন্ত। এ অপেক্ষা ৪ থেকে ৬ ঘন্টা পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা অভিভাবকদের জন্য সত্যিই কষ্টদায়ক। অনেকে এ সময়টাকে বিভিন্নভাবেও কাজে লাগান। কেউ পত্রিকা পড়েন, কেউ বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ করেন আবার কেউ গল্প করেন। এ বিষয়ে অভিভাবকদের মতামত জানার জন্য সরেজমিনে ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে অনেক কিছুই জানা গেছে। পাওয়া গেছে মজার তথ্য।

মুগদাপাড়ার ওয়েসিস চিলড্রেনস হোমে আগত চারজন অভিভাবিকার সাথে আলাপকালে তারা বলেন, বাচ্চাকে একা স্কুলে পাঠিয়ে মানসিক শান্তি পাই না, বাচ্চা বাসায় না ফেরা পর্যন্ত দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়। তাই আমরা নিজেরাই বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে আসি। মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজে আগত অভিভাবিকা মিসেস মোমেনা হক এ বিষয়ে বলেন, এ দীর্ঘ সময় অপেক্ষা কষ্টদায়ক বটে, কিন্তু সন্তানের জন্য অভিভাবকদেরকে এতটুকু কষ্ট স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের ছাত্রী শাওনের সাথে আসেন মিসেস আহমেদ করিম। তিনি বলেন, সন্তানের মঙ্গলের জন্য মা-বাবাকে আজকাল কত কিছুই না করতে হয়। একই স্কুলের ছাত্র হিমুর সাথে প্রতিদিনই নিয়মিত আসেন মিসেস সজল। স্কুল ছুটির পর বাচ্চাকে নিয়ে আবার বাসায় ফিরেন। এ দীর্ঘ সময় কিভাবে কাটান জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখানে আসার পর অনেক অভিভাবিকার সাথে পরিচয় হয়েছে। সবাই বসে গল্প করি, সাংসারিক কথাবার্তা বলি। এভাবে সময় কেটে যায়। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের অভিভাবিকা মিসেস বেবী বলেন, আমাদের রাস্তাঘাটের পরিবেশ এতই খারাপ যে, নিজে না এসে শান্তি পাই না। মিরপুর শেওড়াপাড়ায় ইস্ট ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশালাল স্কুলে বাচ্চা নিয়ে আসেন মিসেস গিয়াস। তিনি এখানে বসে সুঁচ-সুতার কাজ করেন যতক্ষণ না স্কুল ছুটি হয়। ঢাকার গেন্ডারিয়া আদর্শ একাডেমীর অভিভাবিকা পান্না আলম বলেন, এখানে আসার ফলে অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছে। ফলে নানা কথাবার্তার মধ্যে সময় কাটানো যায়। বাসায় থাকলে তো একা থাকতে হয়। বাসায় রান্নাবান্নার অসুবিধা হয় কিনা জানতে চাইলে নাছিমা মহিউদ্দিন বললেন, অসুবিধা তো হয়ই, তবুও আসতে হয়। মিসেস বাহার কাজের লোকের উপর ছেড়ে দেন রান্নার কাজটা, ঘরের অন্যান্য কাজ স্কুল থেকে ফিরে সামলান। সাহাবউদ্দিন অবসরপ্রাপ্ত একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। তার শিশু নাতনীকে নিয়ে রোজই আসেন লিডেন গ্রামার স্কুলে। তিনি বলেন, সারাদিন বাসায় সময় কাটানো কষ্টকর। এ যান্ত্রিক শহরে যাওয়ার মত জায়গা কই? নাতনীকে নিয়ে স্কুলে আসি অনেকটা ভাল লাগে। হায়দার আলী স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী নিপা রোজই ওর মায়ের সাথে স্কুলে আসে। ও বলে, আম্মু স্কুলে না এলে ওর ভাল লাগে না, ভয় করে। স্কুলে আগত অনেক অভিভাবক-অভিভাবিকা নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধার কথাও জানান। এমনই একজন অভিভাবিকা বলেন, টিএন্ডটি'র এক কর্মকর্তার স্ত্রীর সাথে পরিচয় হয় মতিঝিল বালিকা স্কুলে এসে। তার মাধ্যমে বাসায় বিনা উপঢৌকনে টেলিফোন সংযোগটা দেয়া সম্ভব হয়েছে। এখন এই দুই অভিভাবিকার সম্পর্ক বান্ধবীর। আত্মীয়ের মত আসা-যাওয়া একে অপরের বাসায়। মিসেস শামিমা লিটন বলেন, এক অভিভাবিকার সাথে পরিচয়ের ফলে তার বড় ভাইয়ের বিয়েটা হয়েছে ঐ অভিভাবিকার বোনের সাথে। এমনিভাবে অনেকে পরিচয় থেকে আত্মীয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার সুবাদে একে অপর থেকে আদায় করে নিচ্ছেন এমনি নানাবিধ সুবিধাও।

অন্যদিকে বিভিন্ন স্কুলের অনেক অভিভাবক-অভিভাবিকা তাদের জন্য স্কুলের কোন নির্দিষ্ট জায়গায় বসার ভাল ব্যবস্থা করার দাবী জানিয়েছেন। ঢাকার অনেক স্কুল আছে, যেখানে অভিভাবকদের দাঁড়ানোর জায়গাটুকুও নেই। রাস্তায় দাঁড়াতে হয়। ফলে অনেক সময় সৃষ্টি হয় যানজটের। বাচ্চাদের নিয়ে অভিভাবকদের যতই কষ্ট হোক না কেন, সকল অভিভাবকেরই একই মতামত সন্তানকে সুস্থ, সুন্দরভাবে নিরাপত্তা দিয়ে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

–মেছবাহ উদ্দিন সোহাগ